আমার প্রিয় গ্রন্থ

সংকেত সূত্র : ভূমিকা—'পথের পাঁচালী' কেন প্রিয়—উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য—উপন্যাসের চরিত্র—উপসংহার

ভূমিকা ▶

"পথের পাঁচালী পথেরই সঙ্গীত।"

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, বিদ্যালয়ের প্রথাবদ্ধ পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেয়েছি, তাতে নাম করা লেখকের নাম করা বই খুব একটা বেশি পড়তে পারিনি। এই বয়সে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে পাঠ্য বই-এর বাইরে অন্য বই পড়ার বেশি সুযোগ কোথায়! তবুও বঙ্কিম-শরৎ কিংবা প্রেমেন্দ্র-তারাশংকর-বিভূতিভূষণের যে দু-একটি কালজয়ী বই পড়েছি, তার মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' আমাকে আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশি।

'পথের পাঁচালী' কেন প্রিয়? ▶ 'পথের পাঁচালী' বইটি পড়ে যে অনাবিল আনন্দ পেয়েছি, তা আর কোনো বই পড়ে পাইনি। হয়তো এর রচনারীতির অভিনবত্ব, একটি শিশু চরিত্রের কৌতূহল আর বিস্ময়ভরা মন আমায় এমন অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছে। 'পথের পাঁচালী' যেন সহজ সৌন্দর্য ও আনন্দের এক সাবলীল আখ্যায়িকা, যার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে অপুর শিশুমনের সঙ্গে প্রকৃতির মায়াজালে মেশানো এক রহস্যঘন ছবি।

'অপুর কল্পনা'য় ''অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রঙের আকাশটা অনেকদূর ... সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত।''

এইভাবে আমার হারিয়ে যাওয়া শৈশবকেই দেখলাম 'পথের পাঁচালী'তে। অপুর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ▶ পরিচিত বিবর্ণ দেশকালের অন্তরে অপূর্ব কল্পলোকের যে রসবস্তু লুকিয়ে আছে, কঠোর বাস্তবের মধ্যেই একটি রূপলোকের স্বপ্নমাধুরী নিহিত রয়েছে, শিশুর মতো কৌতূহল এবং কবির মতো কল্পনার প্রলেপ দিয়ে বিভূতিভূষণ তা তুলে ধরেছেন তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে। দুঃখ-দারিদ্র্যের ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু সে ছবি কোনো সমাজ বা অর্থনীতিঘটিত প্রখর প্রশ্ন উত্থাপন করে না। বরং একটি বালকচিত্ত কীভাবে প্রকৃতির রূপলোকে বিচরণ করতে অগ্রসর হল সেই কথাটিই যেন বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্প দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

পল্লিবাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল রূপ যেন উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। কত সাধারণ চিত্র অথচ কত অসাধারণ মাধুর্য সেই সব চিত্রের মধ্যে। নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম, তার চিরশ্যামল রূপ, তার লতাপাতার নিবিড়তা, ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ, আদিগন্ত প্রসারিত মাঠ, ধলচিতের খেয়াঘাট, জলসত্রতলা, নীলকণ্ঠ পাখির কথা—এসব তো সেই পল্লিবাংলার কথা যাকে আমরা ক্রমশ হারাতে চলেছি। উপন্যাসে ঘটনার আবর্ত তেমন নেই, সহজ-সরল একটি কাহিনি। কিন্তু এর গঠন ও বিন্যাসে অন্তর্নিহিত আছে দ্বিস্তর নান্দনিক উপাদান। বাইরের দিক থেকে এর কাহিনিটি পল্লির একটি দরিদ্র পরিবারের কাহিনি। ইন্দির ঠাকরুনের শোচনীয় মৃত্যু, গোকুলের বউয়ের লাঞ্ছনা, দুর্গার মৃত্যু, হরিহরের বিপন্ন সংসার-চিত্র যেন দারিদ্র্যের এক-একটি প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই সাদামাঠা চালচিত্রের ভেতর থেকে যে আলো বেরিয়ে আসে, তার দিকে তাকালে বুঝতে পারি, এ গল্প শুধু দরিদ্রের গল্প নয়, দারিদ্র্যের গল্পও নয়। এ গল্প অপুর জীবন-বিস্ময়ের গল্প। 'পথের পাঁচালী' হচ্ছে পথ চলার সংগীত। সামগ্রিকভাবে পল্লিজীবন অচঞ্চল হলেও তার প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই আছে চলার কথা। তাই হরিহর কেবল পথের সন্ধান করেছে, সর্বজয়া বেরিয়ে পড়েছে অনির্দেশের পথে। দুর্ভাগিনী, জরাগ্রস্ত ইন্দির ঠাকরুন পথকেই করেছে শেষ আশ্রয়। অপু ও দুর্গা তো পথ খুঁজতেই ব্যস্ত।

উপন্যাসের চরিত্র ▶ চরিত্রচিত্রণেও বিভূতিভূষণ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বজয়ার অন্তর্লোকের জটিল ত্রিস্তর অভিব্যক্তি—সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুন, সর্বজয়া-দুর্গা, সর্বজয়া-অপু এমন করে এর আগে বাংলা সাহিত্যে আসেনি। দারিদ্র্যের চাপে ইন্দির ঠাকরুনের সঙ্গে সর্বজয়ার কলহপ্রিয় আচরণ আমাদের কিছুটা আহত করলেও সেটাই যে বাস্তব তা স্বীকার না করে উপায় নেই। আবার দুর্গা এবং অপুর সঙ্গে সর্বজয়ার আচরণে পল্লিবাংলায় কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখা গেলেও সর্বোপরি মাতৃত্বই বড়ো হয়ে উঠেছে। আর অপু তো অর্ধেক মানব, অর্ধেক প্রকৃতি। তার প্রকৃতিপ্রীতি, সরল বিশ্বাস, মায়ের জন্য মন-কেমন-করা, দিদির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, রামায়ণ-মহাভারতের গল্পের প্রতি আকর্ষণ কত সহজেই না ফুটে উঠেছে। এ মাপের চরিত্র বাংলা উপন্যাসে এর আগেও নেই, পরেও নেই। আর দুর্গাকে আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা ঘরপালানো, পাড়াবেড়ানো মেয়ে মনে হলেও তার গভীর সম্পর্ক বনবাদাড় গাছপালার সঙ্গে। সে যেন প্রকৃতই এক বনবালা, বনে বনে ঘুরে বেড়াতেই তার আনন্দ বেশি। এ হেন চঞ্চলা কিশোরী দুর্গার অকালমৃত্যু পাঠকের কাছে এক গভীর বেদনা বহন করে আনে। ইন্দির ঠাকরুন তো দুর্ভাগ্যের মূর্তিমান বিগ্রহ। আপাত-অসংলগ্ন কাহিনি ও চরিত্রও অনেক আছে এতে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে উপন্যাসের প্লটখানি ঋদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাজু রায়, দীনু পালিত, গুরুমশায়, সতোর মা, অমলা, জমিদার কন্যা লীলা প্রমুখ চরিত্র কাহিনিটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। চরিত্রগুলি যতই আপাতবিচ্ছিন্ন হোক না কেন, সব মিলিয়ে তারা কিন্তু একটা বিষয়গত সমগ্রতার আভাস এনে দেয়।

উপসংহার ▸ 'পথের পাঁচালী' পড়তে পড়তে এই কথাটাই আমার বার বার মনে হয়েছে, অপুর সঙ্গে লেখকও যেন আমাদের বিস্মৃতপ্রায় শৈশবের খেলার সাথী, তাঁর অঙ্কিত পল্লিপ্রকৃতি যেন আমারই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম-জীবনের বাণী। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো তখন বলতে ইচ্ছে করে, "শৈশবের দিকের জানালাটা খুলে মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকি। বেঁচে থাকার অনন্ত পিপাসা জেগে ওঠে, বারবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে। অপুকেও ছাড়েনি তার নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম। বহু দেশ ঘুরেও সেই প্রকৃতিমুগ্ধ শৈশবপ্রেমিক অপুর কাছে নিশ্চিন্দিপুরই হয়ে রইল মায়ের কোল। কতবার মনে হয়েছে, আমিই অপু।" অপুর মতো তখন আমারও মনে হয়, "পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন, মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি। ... পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে ... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে, জানা গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে।"